মুসলিম মহিলার বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার - ১৯৩৯-র আইন

মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের হানাফি মত অনুযায়ী মুসলমান মহিলার তার স্বামীর বিরুদ্ধে অবহেলা, খোরপোষ না দেওয়া, পরিত্যাগ করা বা নানাভাবে অত্যাচার করে তার জীবন দুর্বিষহ করা , তাকে ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া ইত্যাদি কারণে আদালতে নালিশ করে ডিক্রি পাওয়ার অধিকার নেই । এর ফলে মুসলিম মহিলারা যে অসহনীয় দুর্ভোগের শিকার হন তা উপলব্ধি করে মুসলিম উলেমারা ফতোয়া দেন যে মালিকি, শাফি বা হামবালি মতানুসারে এই ধরণের মামলা হতে পারে । প্রধানতঃ এই মতের উপর নির্ভর করেই ব্রিটিশ আমলে ১৯৩৯ সালে মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন পাশ হয়

জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া ভারতের সর্বত্র এই আইন প্রযোজ্য । এই আইনে বিবাহিতা মহিলা তার স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে বিবাহ বিচ্ছেদে ডিক্রি পেতে পারেন।

মুসলিম আইন অনুযায়ী বিবাহিতা যে কোনো মহিলা তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে বিবাহ বিচ্ছেদের ডিক্রি পেতে পারেন।

বিচ্ছেদের কারণ কী কী হতে পারে -

(১) স্বামী চার বছর বেপাত্তা / চার বছর ধরে স্বামীর কোন খোঁজখবর নেই।

(২) স্বামী দুবছর অবহেলা করে খোরপোষ দেননি বা যে কোনো কারণে দিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

(৩) স্বামী সাত বছর বা তারও বেশি কারাদন্ড পেয়েছেন।

(৪) স্বামী তিন বছর যাবত কোনো সঙ্গত কারণ ছাড়াই দাম্পত্য দায়িত্ব পালন করেন নি।

(৫) স্বামী বিয়ের সময় থেকেই সহবাসে শারীরিক অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

(৬) স্বামী দুবছর উন্মাদ অবস্থায় আছেন, বা সাংঘাতিক দুরারোগ্য ও ছোঁয়াচে কোনো ব্যধিতে ভুগছেন (কুষ্ঠ বা যৌন রোগ)।

(৭) কোনো মেয়েকে ১৫ বছরের কম বয়সে যদি তার বাবা বা অভিভাবকেরা জোর জবরদস্তিতে বিয়ে করতে বাধ্য করেন এবং ১৮ বছর হবার আগেই এ বিয়েতে সে তার অসম্মতি জানিয়েছে-উপরন্তু স্বামীর সঙ্গে যৌন মিলনও হয়নি।

(৮) স্বামী তাঁর সঙ্গে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন । যেমন -

ক) নিয়মিত মারধোর করেন, বা গায়ে হাত না তুললেও অসহ্য দুর্ব্যবহার করেন ।

খ) কুখ্যাত মেয়েদের সাথে মেলামেশা করেন বা ঘৃণ্য জীবন যাপন করেন ।

গ) স্বামী তাকে দেহ ব্যবসায় নামাতে জোর করেন ।

ঘ) স্বামী তার সম্পত্তি বিক্রি করে দেন বা সম্পত্তির উপর স্বেচ্ছায় আইনি অধিকার প্রয়োগ করতে বাধা দেন ।

ঙ) স্বামী তার ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করতে দেন না।

চ) স্বামীর একাধিক স্ত্রী আছে ও পবিত্র কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী সকলকে সম মর্যাদা দেন না, তাকে হেনস্থা করেন ।

এমন অন্য যে কোনো কারণে যা শরিয়ত আইন অনুসারে বিবাহ বিচ্ছেদের কারণ বলে স্বীকৃত ।

কিন্তু যতক্ষণ বিচার শেষ না হচ্ছে ততক্ষণ কোনও ডিক্রি জারি করা যাবে না। ডিক্রি জারি হলেও স্বামী নিজে অথবা অন্য কোনও স্বীকৃত প্রতিনিধির মাধ্যমে ৬ মাসের মধ্যে যদি কোর্টকে জানান যে তিনি তার দাম্পত্য কর্তব্য পালন করার জন্য প্রস্তুত, কোর্ট সন্তুষ্ট হলে ডিক্রি বাতিল হতে পারে।

ডিক্রি জারী করার পরেও স্বামী আপিল করলে আদালত তাকে সুযোগ দিতে পারেন ঠিকমত দাম্পত্য জীবন পালন করতে বা এক বছর সময় নিয়ে প্রমাণ করতে যে তাঁর যৌন অক্ষমতা সেরে গেছে তাহলে ডিক্রি বাতিল হয়ে যাবে।

এক মাসের মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেট বিচ্ছিন্ন স্বামীর আর্থিক স্বচ্ছলতা, তাদের আগের অভ্যস্ত জীবনযাপনের মান ইত্যাদি যাচাই করে, সেই মত টাকাকড়ি বিষয় সম্পত্তির পাওনা ঠিক করে দেবেন। যদি এক মাসের বেশি সময় লাগে, তার কারণও তিনি লিখে রাখবেন।

হুকুম মাফিক টাকা কড়ি না দিলে বিবাদীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরোবে। দেয় টাকা আদায় না হলে জরিমানা ও এক বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে।

বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলার দেন মোহর ইত্যাদি পাবার অধিকার -

ক) ইদ্দত কালে বিচ্ছিন্ন স্বামী উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত খোরপোষ দিতে বাধ্য।

খ) তার গর্ভের সন্তানরা যদি বিচ্ছেদের পরেও জন্মে থাকে এবং তাদের দেখভাল যদি মায়ের ওপর পড়ে তবে তাদের জন্মের দু বছর অবধি বাবা তাদের জন্য উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত টাকা দিতে বাধ্য।

গ) বিয়ের সময় অথবা মুসলিম আইন অনুযায়ী পরবর্তী যে কোনও সময়ে দেন মোহরের যে অঙ্ক কনেকে দেবার চুক্তি হয়েছিল তার পুরোটাই বিচ্ছিন্নার প্রাপ্য।

ঘ) বিয়ের সময় যা উপহার হিসাবে আত্মীয় বন্ধু বান্ধব, স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির তরফ থেকে পেয়েছিলেন সবই বিচ্ছিন্নার স্ত্রীধন হিসাবে প্রাপ্য।

খোরপোষের ফৌজদারি মামলা

প্রথম শুনানির দিনই বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রী যৌথ এফিডেভিট করে আবেদন করবেন যে তাঁরা ফৌজদারি আইন (১৯৭৩) - এর ১২৫ থেকে ১২৮ ধারায় মামলা করতে ইচ্ছুক।

বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলার অধিকার রক্ষার্থে আইন, ১৯৮৬

১৯৮৫ সালে বিখ্যাত শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের ঐতিহাসিক রায়ের পরে এই আইনটি পাশ হয়। এই আইন অনুযায়ী বিবাহ বিচ্ছিন্না মহিলার বিভিন্ন অধিকার যা উপরে বর্ণিত হয়েছে তার সবগুলিই পাওয়ার অধিকার ঐ মহিলার থাকবে। এই আইনের বিশেষ দিক হল খোরপোষ পাওয়ার অধিকার।

খোরপোষ পাওয়ার অধিকার

ম্যাজিস্ট্রেট যদি যাচাই করে দেখেন যে, বিচ্ছিন্না মহিলা আবার বিয়ে করেননি, ও তাঁর ইদ্দত কাল শেষ হবার পর তিনি সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছেন, তখন তাঁর মৃত্যুর পর যাঁরা ওয়ারিশ হবেন, সেইসব আত্মীয়দের ভাগাভাগি করে খোরপোষ দিতে বলবেন। আগে সন্তানদের বলবেন, তারা না পারলে মহিলার বাবা মাকে বলবেন এবং তাঁদের যদি সঙ্গতি না থাকে, শেষে রাজ্য ওয়াকফ্ বোর্ডকে দায়িত্ব দেবেন। তবে বিচ্ছিন্না মহিলার ছেলেরা যতদিন পর্যন্ত সাবালক হয়ে নিজেদের ভরণপোষণ নিজেরা করতে না পারছে এবং মেয়েদের যতদিন পর্যন্ত বিয়ে না হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাদের খোরপোষ প্রাক্তন স্বামীকেই দিতে হবে।

উপরন্তু যদি উপরে উল্লিখিত জিনিসপত্র, টাকা/জমি তিনি না পেয়ে থাকেন, তবে বিচ্ছিন্না নিজে বা তার হয়ে অন্য কেউ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত করে আইনি হুকুম অনুযায়ী প্রাপ্য আদায় করবেন।